



231029 - আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমে শোক সংবাদ প্রচার করা

প্রশ্ন

আমাদের কছি ভায়রো (আল্লাহ তাদরেকে উত্তম প্রতদিন দিন) ফাইসবুক, টুইটার ও ওয়াটসআপে কছি পাইজ খুলছেন যে সব পাইজে তারা তাদের শহরে শোক সংবাদগুলো প্রচার করেন। তারা জানায়ার নামায়রে তথ্য জানাতে তাদের বন্ধুবান্ধবদের মোবাইলে মেসেজেও পাঠান। ধরণরে কর্ম ক শরয়িতে নষিদিধ প্রচারণার অধীনে পড়বে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইসলামে শোক সংবাদ তিন প্রকার: হারাম, মাকরুহ ও মুবাহ।

হারাম শোক সংবাদ: যে প্রচারণা জাহলে যুগরে প্রচারণার মত। সাধারণ গণজমায়তেরে স্থানগুলোতে ঘোষণার মাধ্যমে মৃত্যুর সংবাদ জ্ঞাপন এবং সাথে মৃতব্যক্তির বংশীয়-গৌরব ও কীর্তিগুলো উল্লেখ করা কথিবা ঘোষণার সাথে বলিাপ, আরতনাদ ও হাতুতাশ প্রকাশ করা হয়।

মাকরুহ শোক সংবাদ: বংশীয়-গৌরবগাঁথা কথিবা কীর্তি উল্লেখ না করে ঘোষণার মাধ্যমে মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করা ও স্বর উচ্চ করা।

আর মুবাহ বা বধৈ শোক সংবাদ: কোন ঘোষণা ব্যতীত শুধু মৃতব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদটা জ্ঞাপন করা।

সুন্নাহর দলিলগুলো শেষে প্রকাররে শোক সংবাদ বধৈ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যমেন নাজাশরি ক্ষত্রে, মুতা যুদ্ধরে শহীদদেরে ক্ষত্রে ও অন্যান্য ক্ষত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোকবার্তা জানয়িছেলিনে।

ইতপূর্ববে 60008 নং প্রশ্নোত্তরে এটি জায়যে হওয়ার পক্ষে আলমেদেরে বক্তব্যগুলো উল্লেখ করা হয়ছে।

কাসানি বলেন: "মৃতব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতবিশৌদেরকে জ্ঞাপন করতে কোন আপত্তি নই; যাত করে তারা জানায়ার নামায় পড়া, দোয়া করা ও দাফনে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে মৃতব্যক্তির হক আদায় করতে পারে। আর যহেতু সংবাদ দয়ার মধ্য নকে কাজরে প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রস্তুতিনিয়ার প্রতি উৎসাহিত করণ



রয়েছে। তাই এটিনকৌ ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করার মধ্যে পড়বে এবং ভাল কাজের মাধ্যম হওয়া ও সন্ধান দায়ের পর্যায়ভুক্ত হবে।"[বাদায়ডিস সানায়ি (৩/২০৭)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (৮/৪০২) এসছে যে, কটে মারা গেলে তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতবিশৌদরেকে আহ্বান করা যায়; যাত করে তারা জানায়ার নামায পড়তে পারে, তার জন্য দোয়া করতে পারে, তার লাশের সাথে যতে পারে এবং দাফনকর্মে সহযোগিতা করতে পারে। কনেনা নাজাশি যখন মারা গিয়েছিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথীবর্গকে তার মৃত্যুর সংবাদ জানিয়েছেন যাত করে তারা তার জানায়ার নামায পড়তে পারে।

দুই:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো যমেন- ফহেসবুক, টুইটার ও ওয়াটসআপ ইত্যাদিতে কথিবা ইমাইলে ও মোবাইল মসেজে কারো মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে কোন আপত্তি নই; যদি এর উদ্দেশ্য হয় যাত করে মানুষ জানায়ার নামাযে উপস্থতি হতে পারে, মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া ও ইস্তগিফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করতে পারে কথিবা মৃতের পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবদেনা জানাতে পারে। কনেনা এ অবহতিকরণ এ সমস্ত নকে কাজের মাধ্যম।

শাইখ বনি বায (রহঃ)কে পত্র-পত্রকিয় মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হলে তিনি বলেন: "খবর হিসেবে জানানোর ক্ষেত্রে আমরা কোন আপত্তিকর কিছু জানি না।"[মাসায়লুল ইমাম বনি বায (পৃষ্ঠা-১০৮)]

শাইখ উছাইমীন বলেন: "পক্ষান্তরে, মৃতব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ জ্ঞাপন করা: যদি কোন কল্যাণের কারণে হয়; যমেন- মৃতব্যক্তির সাথে মানুষের আদান-প্রদানরে ব্যাপক লেনদেন থাকে এবং তার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা হলে তার কাছে কারো পাওনা থাকলে তার পাওনা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে কথিবা এ ধরণের কিছু: তাহলে তাত কোন আপত্তি নই।"[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লি উছাইমীন (১৭/৪৬১)]

শাইখ বনি জবরীন (রহঃ) বলেন: "নকেকাজ ও ভালকাজের মাধ্যমে মশহুর হয়েছেন এমন ব্যক্তিদের মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে কোন আপত্তি নই; যাত করে তাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করা হয় এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে দোয়া করা হয়। তবে, এমন প্রশংসা করা যায় যে নয় যা তাদের মধ্যে নই। কনেনা সটো হবে স্পষ্ট মথিয়া।"[ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/১০৬) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।